NOV. 28 2002

বরাদ্দ না দিলে ৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ' কর্মচারী ঈদের আগে বেতন পাবে না

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতন, সিট ভাড়া ও অন্যান্য ফি বাড়াতে অর্থমন্ত্রীর তাগিদ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক ঃ সরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বেতন, হলের সিট ভাড়াসহ অন্যান্য ফি বাড়ানোর জন্য অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে তাগিদ দিয়েছেন। মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে অর্থমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয় খাতে সরকারের পক্ষে ভর্তুকি দেয়া সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে। এদিকে অর্থমন্ত্রীকে দেয়া মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাবেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিপুল অঙ্কের বাজেট ঘাটতি পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুধবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর দপ্তরে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ. টি. এম জহুরুল হক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শাহ মো. ফরিদসহ মঞ্জুরি কমিশনের স্থায়ী ও স্বল্পকালীন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সাবেক অর্থমন্ত্রী ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

অর্থমন্ত্রী ঃ তাগিদ

(১ পৃষ্ঠার পর)

সরকারের অনুরোধে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে সে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেতন ১৬ টাকা, অন্যদিকে হলের সিট ভাড়া ২০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা পড়াশোনা করে তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কম বেতন, ভাড়া থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকালে বেশিরভাগ ছাত্রের মাসে ১৫শ' থেকে ২ হাজার টাকা খরচ হয়। এর বিপরীতে বেতন খুবই কম। বেতন বাড়িয়ে শিক্ষার মান বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ঘাটতি নিরসনে গতকাল মঞ্জুরি কমিশন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। মঞ্জুরি কমিশন অর্থমন্ত্রীকে জানায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অর্থ সংকট চলছে। তাৎক্ষণিকভিত্তিতে সরকার অর্থ বরাদ্দ না দিলে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বে বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঈদের আগে বেতন পাবে না। কমিশন ঈদের আগেই সাড়ে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করে। অর্থমন্ত্রী মঞ্জুরি কমিশনের আবেদনের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে ৩ কোটি টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত জানান।

অর্থমন্ত্রীর কাছে কমিশনের দেয়া প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০১-০২ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় উপখাতে ঘাটতি ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ১৮ কোটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ কোটি টাকা ঘাটতি। ঘাটতির কারণ সম্পর্কে কমিশন বলেছে, চাহিদার বিপরীতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেলের মূল্য বৃদ্ধি, বাজেটবহির্ভূত অতিরিক্ত নিয়োগ, নতুন বিভাগ খোলা প্রভৃতি কারণে ঘাটতি হয়েছে।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি সরকারি। এছাড়াও ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং ৪টি বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট খরচের বড় অংশই সরকারকে প্রতিবছর ভর্তুকি হিসেবে দিতে হয়। এর অংশ জাতীয় বাজেটের ১ শতাংশের কম এবং শিক্ষা ও ধর্ম খাতে বরাদ্দের ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে।